পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের ৭ম সভার কার্যবিবরণী

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের ৭ম সভা গত ১৭/১০/২০০৬ তারিখ সকাল ১১ঃ০০/১২ঃ০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা সংযুক্তি 'ক' তে দেখান হলো।

২। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি জনাব এইচ, এস, মোজাদ্দাদ ফারুক, মহাপরিচালক, ওয়ারপো ও সদস্য-সচিব পরিচালনা বোর্ডকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনার আহবান জানান। মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভার আলোচনা ক্রম অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

৩। আলোচ্য বিষয় নং ১ ঃ পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

৩.১ বিগত ২৮/০৬/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব প্রস্তাব করলে সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে এ প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানের আহবান জানান। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কার্যবিবরণীর উপর একমত প্রকাশ করেন।

৩.২ সিদ্ধান্ত ঃ পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত।

৪। আলোচ্য বিষয় নং ২ ঃ পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

৪.১ বোর্ডের সদস্য-সচিব বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

৪.২ সিদ্ধান্ত ঃ

ওয়ারপো সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। আলোচ্য বিষয় নং ৩ ঃ Clearing House Role of WARPO এর অনুমোদন

৫.১ সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন যে "ক্লিয়ারিং হাউজ" জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি, ২০০১) অনুযায়ী ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ বিষয়ে Clearing House Role of WARPO শিরোনামে একটি ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়। ওয়ারপোর ৪র্থ ও ৫ম বোর্ড সভায় "ক্লিয়ারিং হাউজ" বিষয়টি আলোচিত হয়। ৫ম সভার ৭.২(২) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ২০/১১/২০০৫ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটিতেও বিষয়টি আলোচিত হয়। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯/১২/২০০৫ তারিখে পানি সম্পদ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক এর সাথে এ বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়াও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৩২টি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের কাছে ডকুমেন্টটির উপর মতামত চেয়ে পাঠানো হয়।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মতামত এর ভিত্তিতে ডকুমেন্টটি পরিমার্জিত হয়। বিভিন্ন সংস্থার মতামত ও ওয়ারপোর গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রদর্শন পূর্বক একটি ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব সাইফুল আলম, উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মতামতের ম্যাট্রিক্সটি উপস্থাপন করেন।

আলোচনাঃ

বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মতামত পর্যালোচনাকালে সভাপতি উপস্থিত সদস্য বৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন যে বর্তমান সরকারের কার্যমেয়াদে এই ৭ম সভা বোর্ডের সর্বশেষ সভা। ক্লিয়ারিং হাউজের সিদ্ধান্ত বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত অপেক্ষমান। এই ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নে ওয়ারপো যাতে এগিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানে আহবান জানান। অতঃপর বিভিন্ন সংস্থার মতামত সমূহ পর্যালোচনার জন্য ফ্লোর উন্মুক্ত করেন।

সদস্য সচিব প্রথমেই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত উল্লেখ পূর্বক বলেন যে ওয়ারপোর ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন আপত্তি নেই। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ওয়ারপো প্রস্তাবিত বিকল্প-১ এর মাধ্যমে DoE এবং ওয়ারপোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পক্ষে মতামত দেন। তিনি বলেন পরিবেশ আইন (১৯৯২) দ্বারা পরিবেশ অধিদপ্তর "পরিবেশ ক্লিয়ারেন্স" প্রদানে ম্যানডেট প্রাপ্ত। ওয়ারপোর ওডিপি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে DoE পানি সম্পদ খাতে প্রকল্পের পরিবেশ ক্লিয়ারেন্স প্রদান করবে এবং ওয়ারপো "ক্লিয়ারিং হাউজ" এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কারিগরী দিকগুলি পর্যালোচনা পূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করবে। তিনি আরও বলেন ওডিপির প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন কৌশল অনুযায়ী পরবর্তীতে one stop service হিসাবে পরিবেশ প্রতিক্রিয়া নিরূপন সহ অন্যান্য কারিগরী বিষয় ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পর্যালোচনা করা হবে। অতঃপর তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত মতামত উপস্থাপন করেন। ক্লিয়ারিং হাউজ রোল পালনের জন্য ১৯৯২ সালের ১২ নং আইনে ওয়ারপোকে যথেষ্ট mandate দেয়া আছে কিনা এ বিষয়ে পাউবো প্রশ্ন উত্থাপন করে।

এ পর্যায়ে জনাব এস. এম. জহরুল ইসলাম, সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রকল্পের পরিবেশ প্রতিক্রিয়া নিরুপনের গুরুত্ব উল্লেখ পূর্বক বলেন যে প্রকল্পের অন্যান্য কারিগরী দিক একইভাবে ওয়ারপোর ক্লিয়ারিং হাউজ এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করা উচিত। তবে এ ধরনের পর্যালোচনার জন্য যে লোকবল ও কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন সে বিষয়ে ওয়ারপোর শক্তিশালী করণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত।

এ পর্যায়ে সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, আমরা দীর্ঘদিন যাবত ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ওডিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছি। ক্লিয়ারিং হাউজ রোলটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগের আগে কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

জনাব আখতার হোসেন খান, সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লিয়ারিং হাউজ রোল বাস্তবায়নে আইনগত দিকটি ও পরিবেশ আইনের বাধ্যবাধকতার সাথে ক্লিয়ারিং হাউজের দ্বৈততা কিংবা অধিক্রমন আছে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে সদস্য সচিব বলেন জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) অনুযায়ী ক্লিয়ারিং হাউজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন (১৯৯২) এর ৭(ঝ) অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে এ দায়িত্ব পালনে কোন আইনগত জটিলতার অবকাশ নাই। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর "পরিবেশ ক্লিয়ারেন্স" প্রদান করার পর ক্লিয়ারিং হাউজের কার্যক্রমে পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে আইনের কোন সংশোধন প্রয়োজন নাই। তবে দীর্ঘমেয়াদে one stop service প্রদান করতে হলে আইন পরিমার্জন অথবা DoE এর সাথে WARPO এর একটি MoU স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে।

ক্লিয়ারিং হাউজ রোলের মাধ্যমে পরিবেশ প্রতিক্রিয়া নিরূপন পর্যালোচনার পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরী দিক যেমন- পানি সম্পদ বণ্টন (allocation of water resources), পানি ব্যবস্থাপনা এলাকায় একাধিক সংস্থার কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয়, বিরোধ মিমাংসা কিংবা দ্বৈততা ও অধিক্রমন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন পরিবেশ অধিদপ্তর প্রধানত শিল্প কারখানার পরিবেশ প্রতিক্রিয়া নিরূপন পর্যালোচনা করেন।

এ পর্যায়ে জনাব আলী ইমাম মজুমদার, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান) এবং ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড বলেন ওয়ারপোর ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের পূর্বে জনবল শক্তিশালী করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে কারিগরী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করতে পারে। তিনি ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ারপোর লোকবল বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মত প্রকাশ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি ওডিপির আলোকে ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারপোর লোকবল বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পাশাপাশি এলজিইডি এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের যে ধরনের প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে গুলোও ক্লিয়ারিং হাউজ রোলের আওতায় আনয়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে এ বিষয়ে যথাশীঘ্র সরকারী সার্কুলার প্রচারের মাধ্যমে সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা আবশ্যক। বোর্ডের সকল সদস্যদের সম্মতিক্রমে আলোচ্য বিষয়ের উপর নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৫.২ সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রথম পর্যায়ে ওয়ারপো পরীক্ষামূলকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্প সমূহ ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পর্যালোচনা করে ছাড়পত্র প্রদান করবে। এ বিষয়ে অতিসত্ত্বর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) ক্লিয়ারিং হাউজ রোল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ারপো ওডিপি অনুসরণে প্রয়োজনীয় লোকবল বৃদ্ধি ও এই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

৬। আলোচ্য বিষয় নং ৪ঃ ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠনিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (Organizational Development Plan) অনুমোদন

৬.১ ক্লিয়ারিং হাউজের উপর দীর্ঘ আলোচনার পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পকিল্পনার আওতায় প্রধান কার্যক্রম সমূহ বর্ণনাকালে জানান যে, ১৯৯১ সালে ওয়ারপোর প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯২ সালে ১২ নং আইনের আওতায় ওয়ারপোর দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি, ২০০১ সালে জাতীয় পানি

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০৫ সালে উপকূলীয় নীতি ও ২০০৬ সালে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল এর মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ, সকল দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খসড়া ওডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার প্রধান প্রধান অংশগুলি হচ্ছেঃ

(ক) ওয়ারপোর মানব সম্পদ উন্নয়ন
(খ) ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়ন
(গ) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ
(ঘ) জাতীয় তথ্য ভান্ডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন ও হালনাগাদ করণ
(ঙ) এনডব্লিউআরসি ও তার নির্বাহী কমিটির সচিবালয়
(চ) এনডব্লিউএমপির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
(ছ) উপকূলীয় অঞ্চলের কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য কর্মসূচী সমন্বয় ইউনিট (PCU)

তিনি আরও উল্লেখ করেন তদানীন্তন অতিরিক্ত সচিব এবং বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের এর নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির পরামর্শক্রমে খসড়া ওডিপি সংশোধিত হয় এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ বোর্ড সভায় উপস্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়ঃ

৬.২ সিদ্ধান্ত ঃ

(১) খসড়া ওডিপি অনুমোদিত হলো।
(২) ওয়ারপো ওডিপি অনুসরণে ওয়ারপোর কর্মপরিকল্পনা, বাজেট, লোকবল ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। আলোচ্য বিষয় নং ৫ ঃ বিবিধ

৭.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ইত্যাদি অকেজো ঘোষনাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা অনুমোদন

সদস্য সচিব সর্বশেষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার অকেজো ঘোষনা করণ ও নিলামে বিক্রয়ের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অকেজো ঘোষনা করণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৭ এর ধারা অনুযায়ী একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানান। অনুচ্ছেদ-৭ এর ধারা অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করণের মাধ্যমে অকেজো মালামাল নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। তিনি খসড়া নীতিমালাটি ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের সদয় অনুমোদনের জন্য উথাপন করেন। এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

৭.২ সিদ্ধান্ত ঃ

ওয়ারপোর খসড়া "মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ইত্যাদি অকেজো ঘোষনা করণ ও নিষ্পত্তি করণ সংক্রান্ত নীতিমালা" এর অনুমোদন প্রদান করা হলো।

আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনা শেষে সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সচিব বিগত ৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রী এর নেতৃত্বে ওয়ারপোর অগ্রযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পানি সম্পদ সেক্টরে একটি মাইল ফলক। ২০০১ সালে প্রণীত এই পরিকল্পনাটি বিগত মার্চ ২০০৪ সালে এনডব্লিউআরসি দ্বারা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ওয়ারপো উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকূলীয় নীতি, ২০০৫ এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬ প্রণয়ন করে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০টি ডকুমেন্ট প্রণীত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের জন্য ওয়াপোতে কর্মসূচী সমন্বয় ইউনিট (PCU) স্থাপিত হয়। কার্যকরি নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি ও সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরিশেষে সভাপতি সমাপনী ভাষনে উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন সম্প্রতি ড. ইউনুস এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে জনগণের মাঝে আনন্দ ও আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন যাত্রায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ওয়ারপার নির্ধারিত দায়িত্বগুলির সঠিক বাস্তবায়ন, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও সু শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে। তিনি ওয়ারপোর সার্বিক কর্মকান্ডের প্রসংশা করেন।

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এই বোর্ডের সদস্যগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

22/10/06

(হোসাইন শহীদ মোজাদ্দাদ ফারুক)
মহাপরিচালক, ওয়ারপো
ও
সদস্য-সচিব, পরিচালনা বোর্ড
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

(হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম)
মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় 22.10.06.
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের ৭ম সভায় উপস্থিত সম্মানীত সদস্যগণের নামের তালিকা

সভার তারিখ ঃ ১৭-১০-২০০৬ইং সময় ঃ ১১:০০ ঘটিকা

স্থান ঃ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) সম্মেলন কক্ষ
বাড়ী নং-১০৩, সড়ক নং-১, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

সভাপতি ঃ জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বী.বি.
মাননীয় মন্ত্রী.
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বী.বি,	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
২.	জনাব আলী ইমাম মজুমদার	সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন	
৩.	জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ জোবায়ের	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
৪.	জনাব কাজী আবুল কাশেম	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	
৫.	জনাব এস.এম. জহরুল ইসলাম	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	
৬.	জনাব আখ্‌তার হোসেন খান	সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
৭.	জনাব রফিকুল ইসলাম	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	
৮.	ব্যারিষ্টার মোহম্মদ হায়দার আলী	সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	
৯.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
১০.	জনাব হোসাইন শহীদ মোজাদ্দাদ ফারুক	মহাপরিচালক, ওয়ারপো	

২৮৭

স্মারক নং ঃ ওয়ারপো/ডব্লিউ-২২/২০০১/৪০৩ তারিখ ঃ ২৩-১০-২০০৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও চেয়ারম্যান, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৩। সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভাইস-চেয়ারম্যান, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৬। সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৭। সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৮। সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
৯। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সদস্য, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।
১০। মহাপরিচালক, ওয়ারপো ও সদস্য-সচিব, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড।

২৩/১০/০৬

আখতার হোসেন ভূইয়া
সচিব